রংদার
রোববার

রস–চকরবরতি

স্বেচ্ছায় বেছে নিয়েছিলেন একাকী জীবন। কিন্তু অজস্র সমস্যা কণ্টকিত সেই জীবন করতলে নাচাতে নাচাতে, নিজেকে পথের ধুলোর মতো অজ্ঞেয় করে দুঃখ–হতাশা ও যাবতীয় অসঙ্গতিকে সুনিপুণভাবে হাস্যরসে পরিণত করেছেন জাদু–কলমে। তিনি শিবরাম চক্রবর্তী। ছোট–বড় সব বয়সের পাঠকের একদা প্রিয় এই কথাকারকে কি একালের বাঙালি ভুলেই গেল? তাঁর চল্লিশতম প্রয়াণ দিবস চলে গেল নীরবেই। শিবরামকে ফিরে দেখলেন **জয়ন্ত সরকার**

দীর্ঘ পাইন বনের ছায়ায় ঘেরা পথ। রাস্তায় আকাশ কালো করে নেমে আসে বৃষ্টিফোঁটা। তার মাঝেই দৌড়ে চলা লেপচা জগতের দিকে। যেখানে আকাশের মুখভার কাটলেই ধরা দেয় গর্বিত কাঞ্চনজঙ্ঘা

৭

বল তাঁর পায়ে পড়লে কথা বলে। যদিও ইদানীং বল নয়, মাঠ বহির্ভূত কারণেই তিনি প্রচারের আলোয়। ব্রাজিল হোক বা ক্লাব দল—দিশাহীন ফুটবলে ক্রমশ লক্ষ্যচ্যুত নেইমার

১৪

ধারাবাহিক ৮

সব ক'টা আউটলেটে সেপারেটর বসানোর কাজ শেষ। খুব খুশি আশিস ঘোষ। নারকেল ফাটিয়ে, মিষ্টি বিলিয়ে সেপারেটরের সুইচ অন করা হল। কিন্তু দুর্যোগের মেঘ সরল না। দু'টো নামী বিদেশি কোম্পানি মজিদপুর ব্ল্যাকের পাঠানো মাল খারাপ মানের বলে জানিয়ে ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিন্ন করল। দু'টো রিঅ্যাক্টর ডাউন। ইস্তফা দিলেন আশিস

বই–তরণী ১০

প্রকৃত হাসির খোরাক কিন্তু দেয় সাহিত্য। রস সাহিত্য তারই একটি বিভাগ। প্রতিটি লেখার মধ্যেই রসবোধের উপকরণ লুকিয়ে রেখেছেন লেখকদ্বয়

গল্প, অণুগল্প, কবিতা, সম্পর্ক, রসেবশে, ইচ্ছেডানা, ঘেঁটে ঘ, টেলিস্কোপ